জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদন

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	**ভূমিকা**	ঃ	১
২।	**পরিষদ ও আইনে বর্ণিত মহাপরিচালকের কার্যাবলী**	ঃ	২-৩
৩।	**পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী**	ঃ	৪-৭
	ক. পরিষদের সভা অনুষ্ঠান		
	খ. পরিষদ তহবিলের ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অনুমোদন		
	গ. পরিষদ তহবিলের বার্ষিক হিসাব বিবরণী		
৪।	**পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি**	ঃ	৮-১৭
	ক. পরিষদের গত ১১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন		
	খ. পরিষদের সম্মানিত সদস্য কাজী ফারুক ও জমসের আহাম্মদ খন্দকার এর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ		
	গ. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সংশোধন		
	ঘ. অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওঅ্যান্ডই) সংশোধন		
	ঙ. প্রাপ্ত অনুদানের অর্থ বিভাজন		
	চ. অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতার্পণ		
	ছ. বাজার তদারকি কার্যক্রম		
	জ. লিখিত অভিযোগ		
	ঝ. জাতীয় ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম		
	ঞ. কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এর ‘গভর্নমেন্ট সাপোর্টার মেম্বার’ এর পদ গ্রহণ		
৫।	**জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন**	ঃ	১৮-১৯
	ক. প্রশাসনিক কার্যাবলী		
	খ. আর্থিক কার্যাবলী		
৬।	**উপসংহার**	ঃ	১৯-২১

ভূমিকা: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন) দেশের ভোক্তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত ও ফলপ্রসূ আইন প্রণয়নে বিভিন্ন মহলের দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনায় আইনটি প্রণীত হয়েছে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক মত বিনিময়, আলোচনা, সেমিনার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অধিকতর ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রণীত আইনটি সময়োপযোগী ও কার্যকর হিসেবে ইতোমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। ভোক্তা সাধারণের অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ, ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের বিধান সম্বলিত এ আইনটি একটি সুসংহত আইন, যা বাংলাদেশে বিদ্যমান ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনসমূহের অতিরিক্ত হিসেবে ৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে কার্যকর হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখের ১০২ নম্বর প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সচিব করে ২৯ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ০২-০৬-২০১৫ তারিখে ২য় বার পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। পরিষদের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ হচ্ছেন সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; মহাপরিচালক, এনএসআই; মহাপরিচালক, বিএসটিআই; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (অঅধি), শিল্প মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মৎস্য ও প্রাণিম্পদ মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (খাদ্য), খাদ্য বিভাগ; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (লেঃড্রাঃ-১), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা; অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ; সভাপতি, এফবিসিসিআই; সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি; সভাপতি, ক্যাব; সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব; মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর; সরকার কর্তৃক মনোনীত- তিনজন বিশিষ্ট নাগরিক; বাজার অর্থনীতি, ব্যবসা, শিল্প ও জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুজন মহিলাসহ চারজন; একজন শিক্ষক, একজন শ্রমিক ও একজন কৃষক প্রতিনিধি। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করে পরিষদের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিষদ ও আইনে বর্ণিত মহাপরিচালকের কার্যাবলী

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ (জ) মোতাবেক জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও এর মহাপরিচালকের কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। ধারা ১৮(৩) ও ২০(৩) অনুসারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়তা প্রদান ও পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও এর মহাপরিচালকের।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের কার্যাবলীঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ মোতাবেক পরিষদের কার্যাবলী নিম্নরুপঃ

(ক) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে মহাপরিচালক ও জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

(গ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং মতামত প্রদান;

(ঘ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঙ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের সুফল এবং ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(জ) অধিদপ্তর, মহাপরিচালক এবং জেলা কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ; এবং

(ঝ) উক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২১ অনুযায়ী মহাপরিচালকের কার্যাবলীঃ

(১) ভোক্তা সাধারণের অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) উক্ত বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নবর্ণিত যে কোন কার্যক্রম গ্রহণঃ

(ক) আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন প্রতিপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সাথে অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;

(খ) ভোক্তা-অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ সম্ভাব্য কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে তদারকি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণঃ

কোন পণ্য বা সেবার নির্ধারিত মান বিক্রেতা কর্তৃক সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা; কোন পণ্যের বিক্রয় বা সরবরাহের ক্ষেত্রে ওজন বা পরিমাপে কারচুপি করা হচ্ছে কিনা; কোন পণ্য বা ঔষধের নকল প্রস্তুত, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং তাতে ক্রেতা সাধারণ প্রতারণার শিকার হচ্ছে কিনা; কোন পণ্য বা ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ করা হচ্ছে কিনা; কোন আইন বা বিধির অধীন নির্দেশিত মতে কোন পণ্য বা ঔষধের মোড়কে উক্ত পণ্য বা ঔষধ উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ, সঠিক ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য, পরিমাণ, ইত্যাদি মুদ্রণ করা হয়েছে কিনা; মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করা হচ্ছে কিনা; মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোন খাদ্য-পণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন বা বিক্রয় করা হচ্ছে কিনা; মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায় কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে কিনা; অবৈধভাবে কোন ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা হচ্ছে কিনা; কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য অসত্য বিজ্ঞাপন দ্বারা ভোক্তা সাধারণকে প্রতারিত করা হচ্ছে কিনা; সাধারণ যাত্রী পরিবহনকারী মিনিবাস, বাস, লঞ্চ, স্টিমার ও ট্রেন অবৈধভাবে অদক্ষ ও অননুমোদিত চালক দ্বারা চালনা করে যাত্রীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করা হচ্ছে কিনা; এবং কোন আইন বা বিধির অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সেবা গ্রহীতাদের জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন করা হচ্ছে কিনা।

(৩) এক বছরের স্বীয় ও জেলার কার্যাবলী সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা।

এ ছাড়া অধিদপ্তরকে নিম্নোক্ত কার্যাবলীও সম্পাদন করতে হয়ঃ

(ক) পরিষদের দিক-নির্দেশনায় ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

(খ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম।

পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী

২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে গঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ২ জুন ২০১৫ তারিখে ২য় বার পুনর্গঠিত হয়। পরিষদ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৫) যে দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, তা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক. পরিষদের সভা অনুষ্ঠানঃ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১টি সভা করেছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পরিষদের ১২তম সভা ২৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভার চিত্র

পরিষদের এ সভায় আলোচ্য সূচি অনুসারে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

(১) **পরিষদের গত ১১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন:** পরিষদের ১১তম সভার কার্যবিবরণী ১২তম পরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়।

(২) **পরিষদের সম্মানিত সদস্য কাজী ফারুক ও জমসের আহাম্মদ খন্দকার এর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ:** প্রণীত শোকবার্তা মরহুম কাজী ফারুক ও মরহুম জমসের আহাম্মদ খন্দকার এর পরিবারকে হস্তান্তর করা।

(৩) **ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সংশোধনঃ** ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ এ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকতাকে পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে আইন সংশোধনের খসড়াটি সংশোধনপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা ।

(৪) **অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওঅ্যান্ডই) সংশোধনঃ** অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের খসড়াটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

(৫) **প্রাপ্ত অনুদানের টাকার বিভাজন:** ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পরিষদ তহবিলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুদান হিসেবে বরাদ্দকৃত ৮৫.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাবিত বিভাজন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

(৬) **অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতার্পণঃ** জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতা তাঁর অধঃস্তন কর্মকর্তাগণকে অর্পণ করা।

(৭) **বাজার তদারকি কার্যক্রমঃ** দেশব্যাপী বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

(৮) **লিখিত অভিযোগঃ** তদন্তাধীন ১৮টি অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা।

(৯) **জাতীয় ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম:** জাতীয় ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্রে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করে পরিষদের পরবর্তী সভায় নির্ধারিত ছকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা।

(১০) **কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এর 'গভর্নমেন্ট সাপোর্টার মেম্বার' এর পদ গ্রহণ:** কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এর গভর্নমেন্ট সাপোর্টার মেম্বার হওয়ার বিষয়ে যথাযথ নিয়ম অনুসরণপূর্বক জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা।

খ. পরিষদ তহবিলের ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অনুমোদনঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৭(২)(গ) তে পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদের তহবিলের হিসাব বিবরণী ''ফরম-খ'' অনুসারে পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করার এবং পরিষদের সচিব কর্তৃক তা পরিষদ সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা মোতাবেক পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০১৪; অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৪; জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ২০১৫ এবং এপ্রিল, মে ও জুন ২০১৫ মাসের পৃথক ৪টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী ''ফরম-খ'' অনুযায়ী প্রস্তুতপূর্বক পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করেন। পরিষদ তহবিলের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব বিবরণীসমূহ একত্রে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

পরিষদ তহবিলের হিসাব বিবরণী

অর্থ বছর	পরিষদ তহবিল থেকে প্রাপ্তি	ব্যয়ের খাত	মোট ব্যয়	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
২০১৪-২০১৫	৪১,৩৬,২১০/- (একচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত দশ)	বাজার পরিদর্শনমূলক অভিযান পরিচালনা	২৯,৮২,৮৩০/-	১,৫৮,৯৭৭/- (এক লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত সাতাত্তর)
		প্রচারমূলক কার্যক্রম	৩,৪৮,৩৯৬/-	
		পোস্টার, প্যাম্পলেট, লিফলেট প্রস্তুত, টানানো ও বিতরণ	২,৯৮,৮১১/-	
		ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফি	৩০,৬৩৩/-	
		পরিষদ সদস্যদের সম্মানী প্রদান	৫৮,০০০/-	
		পরিষদের সভায় অফিস স্টেশনারী, আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	১,৯৩,১৬৩/-	
		সভা ও সেমিনার	৬৫,০০০/-	
		মামলা পরিচালনা	৪০০/-	
		মোটঃ	৩৯,৭৭,২৩৩/- (উনচল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত তেত্রিশ)	

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের চারটি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী ‘‘ফরম-খ’’ সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-১)।

পরিষদ তহবিলের খাত ভিত্তিক বরাদ্দ ও উত্তোলিত টাকা ব্যয়ের বিবরণী

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	বরাদ্দের পরিমাণ			ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ
		পূর্ব জের	২০১৪-১৫	মোট বরাদ্দ		
১	২	৩(১)	৩(২)	৩(৩)	৪	৫
১.	পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১০,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	১৪,০০,০০০/-	-	১৪,০০,০০০/-
২.	সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, প্রচার	৩,৩৮,৯২৪/-	৮,০০,০০০/-	১১,৩৮,৯২৪/-	৪,১৩,৩৯৬/-	৭,২৫,৫২৮/-
৩.	পোস্টার, প্যাম্পলেট, লিফলেট প্রস্তুত, টানানো, বিতরণ	১০,৩৮,৪২১.৫০/-	১৫,০০,০০০/-	২৫,৩৮,৪২১.৫০/-	২,৯৮,৮১১/-	২২,৩৯,৬১০.৫০/-

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	বরাদ্দের পরিমাণ			ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	অব্যয়িত টাকার পরিমাণ
		পূর্ব জের	২০১৪-১৫	মোট বরাদ্দ		
১	২	৩(১)	৩(২)	৩(৩)	৪	৫
৪.	গবেষণা বা জরিপ	১,৯০,০০০/-	১,১০,০০০/-	৩,০০,০০০/-	-	৩,০০,০০০/-
৫.	বাজার তদারকি	১৩,৩৯,২৪৮/-	৪২,০০,০০০/-	৫৫,৩৯,২৪৮/-	২৯,৮২,৮৩০/-	২৫,৫৬,৪১৮/-
৬.	মামলা পরিচালনা	২,১০,০০০/-	১,৯০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	৪০০/-	৩,৯৯,৬০০/-
৭.	ল্যাবরেটরি পরীক্ষা	১,২৯,৪৭৪/-	৫০,০০০/-	১,৭৯,৪৭৪/-	৩০,৬৩৩/-	১,৪৮,৮৪১/-
৮.	পরিষদ সদস্যদের সম্মানী	১,৪৬,০০০/-	১,০৪,০০০/-	২,৫০,০০০/-	৫৮,০০০/-	১,৯২,০০০/-
৯.	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ	১,২০,৬৩৮/-	১,০০,০০০/-	২,২০,৬৩৮/-	-	২,২০,৬৩৮/-
১০.	বিদেশ সফর	১০,৬৫,৯৪৪/-	৫,০০,০০০/-	১৫,৬৫,৯৪৪/-	-	১৫,৬৫,৯৪৪/-
১১.	তহবিল পরিচালনা	৯,৭৮১/-	-	৯,৭৮১/-	২,২১০/-	৭,৫৭১/-
১২.	অফিস স্টেশনারী, আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	১৬,০৯,৫৮৬/-	৫,৪৬,০০০/-	২১,৫৫,৫৮৬/-	১,৯৩,১৬৩/-	১৯,৬২,৪২৩/-
	মোটঃ	**৭১,৯৮,০১৬.৫০/-**	**৮৫,০০,০০০/-**	**১,৫৬,৯৮,০১৬.৫০/-**	**৩৯,৭৯,৪৪৩/-**	**১,১৭,১৮,৫৭৩.৫০/-**

গ. পরিষদের তহবিলের বার্ষিক হিসাব বিবরণীঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৭ (২) (ক) তে পরিষদ তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী ''ফরম-ক'' অনুসারে করতে হবে এবং প্রবিধান ৭(২) (ঙ) অনুসারে পরিষদের সচিব ও তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি অর্থ বছর শেষে পরিষদ তহবিলের ক্যাশ বই ও ব্যাংক একাউন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করবেন। পরিষদ তহবিলের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুদান হিসেবে প্রদত্ত ৮৫ লক্ষ টাকা ও সুদসহ এফডিআর নগদায়নপূর্বক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পরিষদ তহবিলের চলতি হিসাবে জমা-খরচের বিবরণী নিম্নরূপঃ

পরিষদের তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী (অর্থ বছরঃ ২০১৪-১৫)

জমার বিবরণী			খরচের বিবরণী		
অর্থ প্রাপ্তির উৎস	টাকার পরিমাণ	মোট প্রাপ্তি	খরচ খাতের বিবরণী	টাকার পরিমাণ	মোট ব্যয়
এফডিআর নগদায়ন (সুদসহ)	১৫,৯৯,৭৩৯/-	১,০০,৯৯,৭৩৯/-	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান	৪১,৩৪,০০০/-	৪১,৩৬,২১০/-
অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান	৮৫,০০,০০০/-		ব্যাংক কর্তন	২,২১০/-	
মোট প্রাপ্ত টাকাঃ		১,০০,৯৯,৭৩৯/-	মোট খরচঃ		৪১,৩৬,২১০/-
প্রারম্ভিক মোটঃ		১৭,৭০,৯১৬.৫০/-	সমাপ্তি জেরঃ		৭৭,৩৪,৪৪৫.৫০/-
সর্বমোটঃ		১,১৮,৭০,৬৫৫.৫০/-	সর্বমোটঃ		১,১৮,৭০,৬৫৫.৫০/-

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী ''ফরম-ক'' সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-২)।

পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক. পরিষদের গত ১১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ

পরিষদের ১১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. পরিষদের সম্মানিত সদস্য কাজী ফারুক ও জমসের আহাম্মদ খন্দকার এর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণঃ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সম্মানিত সদস্য কাজী ফারুক, সভাপতি, ক্যাব এবং জমসের আহাম্মদ খন্দকার, যুগ্ম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় যথাক্রমে ১৫ জুলাই ২০১৪ ও ১৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। পরিষদে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেন। মরহুম কাজী ফারুক ও মরহুম জমসের আহাম্মদ খন্দকারের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সভায় শোকবার্তা পাঠ করা হয়। শোকবার্তাগুলো মরহুমদের পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গ. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর সংশোধনঃ

পরিষদের ১১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১১ মার্চ ২০১৪ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করে প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে আহবায়ক এবং মোঃ আবদুল মালেক মিয়া, ছায়েদ আহম্মদ (যুগ্ম সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান (নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি), ব্যারিস্টার নিহাদ কবির ও ক্যাব এর সভাপতিকে সদস্য করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি উপ পরিষদ গঠন করে। উপ পরিষদকে তিন মাসের মধ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করে একটি খসড়া প্রণয়ন এবং খসড়াটি উপ পরিষদের আহবায়ক কর্তৃক পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপ পরিষদ ৬ এপ্রিল ২০১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত চারটি সভায় মিলিত হয়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সংশোধনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন, যা পরিষদ সভায় পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়। সভায় ফৌজদারি মামলা দায়েরের সময়সীমা প্রস্তাবিত ১৮০ দিনের পরিবর্তে ১২০ দিন করা, ওজনে কারচুপি সংক্রান্ত ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের দন্ড বৃদ্ধি, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সদস্য হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, ইত্যাদি বিষয় প্রস্তাবিত সংশোধনের খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত ছয় সদস্যবিশিষ্ট উপ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক খসড়াটি অনুমোদন করা হয়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫ এ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে আইন সংশোধনের খসড়াটি সংশোধনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ. অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওঅ্যান্ডই) সংশোধনঃ

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে (টিওঅ্যান্ডই) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ২৩২টি পদ (মহাপরিচালক বাদে) অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মপরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে অধিদপ্তরের কর্মক্ষমতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসপূর্বক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের খসড়াটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে বিদ্যমান জনবল ২৩২ এর স্থলে ৬২৬ টি পদ (মহাপরিচালক বাদে) অস্থায়ীভাবে সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঙ. প্রাপ্ত অনুদানের টাকার বিভাজনঃ

অর্থ বিভাগ পরিষদের তহবিলের জন্য অনুদান হিসেবে ৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করে। এ অনুদানের টাকা যথানিয়মে উত্তোলনপূর্বক পরিষদের তহবিলে জমা করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৩(১) এ বর্ণিত নিম্নোক্ত খাতসমূহে অর্থ বিভাগ ৮৫.০০ লক্ষ টাকার বিভাজন অনুমোদন করেঃ

ক্রমিক	ব্যয়ের উপখাত	বরাদ্দ
১.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি সম্বলিত পুস্তিকা মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৪,০০,০০০/-
২.	সচেতনতামূলক শিক্ষা ও প্রচার কার্যক্রমসহ সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, টক-শো, ইত্যাদির আয়োজন	৮,০০,০০০/-
৩.	গণসচেতনতামূলক সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্র নির্মাণ, পোস্টার ও লিফলেট প্রস্তুত, টানানো ও বিতরণ	১৫,০০,০০০/-
৪.	গবেষণা বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা	১,১০,০০০/-
৫.	ভোক্তা অধিকার বিরোধী কর্মকান্ড সরেজমিনে তদারকি, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি কর্যক্রমের আওতায় বাজার তদারকি	৪২,০০,০০০/-
৬.	অধিদপ্তরের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা পরিচালনা	১,৯০,০০০/-
৭.	ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফি	৫০,০০০/-
৮.	সভায় উপস্থিতির জন্য পরিষদ সদস্যদের সম্মানী প্রদান	১,০৪,০০০/-
৯.	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা প্রদান	১,০০,০০০/-
১০.	বিদেশে প্রশিক্ষণ, সফর, সভা, সেমিনার বা কর্মশালায় অংশগ্রহণ	৫,০০,০০০/-
১১.	পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত যে কোন ব্যয় - অফিস স্টেশনারি, আপ্যায়ন ও আনুষঙ্গিক, সরকার স্বীকৃত ভোক্তা সংস্থাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি	৫,৪৬,০০০/-
	সর্বমোটঃ	৮৫,০০,০০০/-

চ. অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতার্পণঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭৯ তে বলা হয়েছে যে, মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে আইনের অধীন তাঁর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব লিখিত আদেশ দ্বারা অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ করতে পারবেন। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ক্ষমতা ৮ (আট) জন সহকারী পরিচালক যথাঃ মির্জা মোঃ হাসান, সহকারী পরিচালক, ঢাকা জেলা কার্যালয়, প্রনব কুমার প্রামানিক, সহকারী পরিচালক (গবেষণাগার), প্রধান কার্যালয়, ফাহমিনা আক্তার, সহকারী পরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, রজবী নাহার রজনী, সহকারী পরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, সুমি রানী মিত্র, সহকারী পরিচালক, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়, শিকদার শাহিনুর আলম, সহকারী পরিচালক, খুলনা জেলা কার্যালয়, রোজিনা সুলতানা, সহকারী পরিচালক, গাজীপুর জেলা কার্যালয় ও সাখাওয়াত হোসেন সেন্টু, সহকারী পরিচালক, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়কে লিখিত আদেশ দ্বারা অর্পণ করেন। ধারা ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৭০ এবং ৭৬ (১), (২), (৩), (৪) এ বর্ণিত মহাপরিচালকের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা, ২০১০ এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর বিধানাবলী, যেক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণের শর্ত সাপেক্ষে অর্পণ করা হয়। এছাড়া, ১২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবযোগদানকৃত ৪ (জন) কর্মকর্তা যথাঃ মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, পরিচালক (উপ সচিব), প্রধান কার্যালয়, মোঃ কামাল উদ্দিন, উপ পরিচালক, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, দেবানন্দ সিনহা, সহকারী পরিচালক, সিলেট জেলা কার্যালয় ও মোঃ মাসুম আরেফিন, সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয়কে মহাপরিচালকের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

ছ. বাজার তদারকি কার্যক্রমঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২১ অনুসারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আইনটির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ও ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যসমূহ সরেজমিনে তদারকি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী। ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে অধিদপ্তরের মোবাইল টিম মাসিক কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫৭ অনুযায়ী এ আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য। ধারা ৬০ অনুসারে কারণ উদ্ভব হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিত অভিযোগ আমলযোগ্য হলে গ্রহণযোগ্য এবং ধারা ৬১ মোতাবেক লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে ফৌজদারি মামলা দায়েরের লক্ষ্যে অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে। ধারা ৬৩ অনুসারে বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে এ আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করতে পারবেন। এ আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধ ও দন্ডের বিধান অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড প্রদানসহ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট অবৈধ পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান, সামগ্রী, ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ করতে পারবেন।

ধারা ৭০ এ জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৭০ এর বিধান নিম্নরূপঃ

''৭০। অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা।- (১) এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে বা ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, সমীচীন মনে করিলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দন্ড আরোপ না করিয়া এবং ফৌজদারি মামলা দায়েরের লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া, কেবল জরিমানা আরোপ, ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনের অধীন সর্বোচ্চ যে অর্থদন্ড রহিয়াছে উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত কোন জরিমানার ক্ষেত্রে অনাদায়ে কারাদন্ড আরোপ করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন।
(৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধানমতে আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রদান না করিলে দন্ড আরোপকারী কর্তৃপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এর উপ ধারা (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে জরিমানার উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন এবং আরোপিত জরিমানার ২৫ শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ খরচ বাবদ আদায় করিতে পারিবেন।''

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিম কর্তৃক বাজার তদারকিকরণ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন ৬ এপ্রিল ২০১০ হতে বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। সরেজমিন বাজার তদারকিকালে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধের জন্য অধিদপ্তরের মোবাইল টিমের নেতৃত্ব প্রদানকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ করে থাকেন।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিম কর্তৃক বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিম ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ৩১৩০টি দোকান, কারখানা, ফার্মেসী ও হোটেলকে সর্বমোট ২,০৩,৪০,৩৫০/- (দুই কোটি তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করেছে। অপরাধভিত্তিক বিবরণীটি নিম্নরূপঃ

ধারা	অপরাধের বর্ণনা	জরিমানার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৩৭	পণ্যের মোড়কে খুচরা বিক্রয় মূল্য, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা	৪৩,৮৯,১০০/-	একই বাজারের একই দোকানে একাধিকবার তদারকি করা হয়েছে
৩৮	আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্য তালিকা লটকায়ে প্রদর্শন না করা	৫,৮২,১০০/-	
৩৯	আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য তালিকা সংরক্ষণ না করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে উক্ত তালিকা লটকায়ে প্রদর্শন না করা	১৪,৫০০/-	
৪০	নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা	৪,১৭,৫০০/-	
৪১	জেনেশুনে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা	৪২,৫০০/-	
৪২	স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সাথে মিশ্রণ ও বিক্রয়	৯,২০,৫০০/-	
৪৩	অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ করা	১,০৪,১৮,০০০/-	
৪৪	মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা	১,০৯,০০০/-	
৪৫	প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা	৪৩,০০০/-	
৪৬	ওজনে কারচুপি করা	১,২৮,৫০০/-	
৪৭	বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি করা	৩,৪৪,৪০০/-	
৫০	কোন পণ্যে নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করা	২১,০০০/-	
৫১	মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা	২৭,১৫,৭৫০/-	
৫২	কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে সেবাগ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এমন কাজ করা	৪১,০০০/-	
৫৩	কোন সেবাপ্রদানকারী কর্তৃক অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসতর্কতা দ্বারা সেবাগ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য বা জীবনহানি ঘটানো	১,৫৩,৫০০/-	
মোটঃ ২,০৩,৪০,৩৫০/- (দুই কোটি তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ)			

বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিমে ধারা ২৮ মোতাবেক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য (পুলিশ ও র‍্যাব) এবং বিএসটিআই, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিসিএসআইআর, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, ক্যাব এবং সংশ্লিষ্ট জেলা বণিক সমিতির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদের সহায়তা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৯ এর বিধান নিম্নরূপঃ

৬৯।- আইনের অধীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা। -(১) এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের যে সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি রহিয়াছে ঐ সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি কোন জেলার স্থানীয় অধিক্ষেত্রে উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে এবং মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদন ব্যতীতই তিনি ঐ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাহাঁর পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাহাঁর ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন শর্তে, তাহাঁর অধঃস্তন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মহাপরিচালককে লিখিতভাবে অনতিবিলম্বে অবহিত করিবেন।

আইনের উক্ত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর ক্ষমতা তাঁর অধঃস্তন এক বা একাধিক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করে থাকেন। এ ছাড়া মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর সিডিউলে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন জেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত অপরাধও আমলে নিয়ে থাকেন। প্রমাণিত অপরাধের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ড বা জরিমানা অনাদায়ে কারাদন্ড আরোপ করতে পারেন। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ভোক্তা-অধিকার আইন বাস্তবায়নকালে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধের জন্য **৬৯ জনকে** বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং বর্ণিত সময়ে ৬৯৭৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এর নিকট থেকে **৩,৯৬,৬৯,৫৯০/- (তিন কোটি ছিয়ানববই লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত নববই) টাকা** জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। মোট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে **৩৬৪৬টি** (পরিশিষ্ট-৩)

জ. লিখিত অভিযোগঃ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(২) অনুযায়ী ''অভিযোগ'' অর্থ এ আইনের অধীন নির্ধারিত ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন কার্যের জন্য কোন বিক্রেতার (কোন পণ্যের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা) এর বিরুদ্ধে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট লিখিতভাবে দায়েরকৃত নালিশ। ধারা ৭৬ মোতাবেক যে কোন ব্যক্তি যিনি সাধারণভাবে একজন ভোক্তা বা ভোক্তা হতে পারেন এ আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে মহাপরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে অভিযোগটি অনুসন্ধান বা তদন্ত করবেন। তদন্তে অভিযোগটি সঠিক প্রমাণিত হলে মহাপরিচালক বা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী ব্যক্তিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার অর্থের ২৫ শতাংশ তাৎক্ষনিকভাবে অভিযোগকারীকে প্রদান করতে হবে। অভিযোগকারী জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হলে তাঁর জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ এর বিধান নিম্নরুপঃ

"১২। অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তিকরণ।- (১) আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগকারী ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে বা ভোক্তা-অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে প্রতিকার চাহিয়া যে কোন সময় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে অধিদপ্তরের নির্ধারিত সেল ফোন (এসএমএস করে), ই-মেইল, ফ্যাক্স, ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম, পিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স ও ই-মেইল (যদি থাকে) এবং পেশা উল্লেখ করিবেন।

(২) অভিযোগকারী কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ আমলযোগ্য হইলে মহাপরিচালক বা এতদসম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করিলে তাঁর বিরুদ্ধে দেশে প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।''

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কমিটির শুনানী কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ২৯৪টি লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৬৩টি অভিযোগ আমলযোগ্য না হওয়ায় নথিভুক্ত করা হয় এবং ১৩১টি অভিযোগের সত্যতা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্তকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির তথ্য পরিশিষ্ট-৪ এ দ্রষ্টব্য।

ঝ. জাতীয় ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় বিদ্যমান আইনসমূহের অধীন ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত ভোক্তাদের অভিযোগ কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণ ও স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২১ এর উপ-ধারা ২ এর দফা (ক) অনুসারে অধিদপ্তরে একটি জাতীয় ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্র ৩ আগস্ট ২০১৪ তারিখে স্থাপন করা হয়। এ অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি বিশটি দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ব্যাপক প্রচারের ফলে ভোক্তাদের অভিযোগ দায়েরের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিষদের ১২ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত তদন্তাধীন ১৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উক্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	অভিযোগকারী ও প্রাপ্তির তারিখ	অভিযুক্ত	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	নিষ্পত্তির অগ্রগতির বিবরণ	নিষ্পত্তি / প্রক্রিয়াধীন
০১।	ওয়াহিদ যোবায়ের ০৭-০৮-২০১৩	ডেনসো অটো ইঞ্জিনিয়ারিং	গাড়ীর এয়ারকন্ডিশনার প্রতিশ্রুতি অনুসারে মেরামত না করা এবং পরবর্তীতে কার্যক্রম অস্বীকার করা	অভিযোগটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তি
০২।	এস এ বি সালাউদ্দীন আহম্মেদ ১১-১২-২০১৩	মেসার্স বিসমিল্লাহ্ এন্টারপ্রাইজ, বরিশাল	ক্রয়কৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে মাপে কম দেয়া এবং মূল্য বেশী রাখা	অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি	নিষ্পত্তি
০৩।	মোহাম্মদ শাহরিয়ার ১৯-০১-২০১৪	রবি টেলিকম	কার্যকর নয় এমন সার্ভিসের চার্জ আদায়	সার্ভিস পাওয়ার পর অভিযোগকারী অভিযোগটি প্রত্যাহার করে নেয়।	নিষ্পত্তি
০৪।	আব্দুল লতিফ ২৭-০১-২০১৪	এয়ারটেল টেলিকম	অনুমতি ছাড়া সার্ভিস চালু এবংচার্জ আদায়	সার্ভিস পাওয়ার পর অভিযোগকারী অভিযোগটি প্রত্যাহারকরে নেয়।	নিষ্পত্তি
০৫।	মোঃ সেকান্দর ৩০-০১-২০১৪	হাজী মীর আহমদ সওদাগর ও এস আলম সুগারমিলস	৫০ কেজি ওজনের চিনির বস্তায় ২৫০-৫০০ গ্রাম পর্যন্ত চিনি কম দেয়া	অভিযোগকারী ও অভিযুক্তকে তিনবার করে পত্র দেওয়া হয় কিন্তু উভয় অনুপস্থিত বিধায় নথিভুক্ত করা হল।	নিষ্পত্তি
০৬।	মোঃ তৌফিক আব্দুল্লাহ ১০-০২-২০১৪	ওয়েস্টার্ণ গ্রিল	পেপসি কোমল পানীয় এর অধিকমূল্য আদায়	অভিযোগটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তি
০৭।	এস ডি আলম ১৭-০৩-২০১৪	বিটিসিএল	টিএ-টি টেলিফোন নং ৭২৯২২৩৫ দীর্ঘদিন নষ্ট	সার্ভিস পাওয়ার পর অভিযোগকারী অভিযোগটি প্রত্যাহার করে নেয়।	নিষ্পত্তি

ক্রমিক নং	অভিযোগকারী ও প্রাপ্তির তারিখ	অভিযুক্ত	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	নিষ্পত্তির অগ্রগতির বিবরণ	নিষ্পত্তি / প্রক্রিয়াধীন
০৮।	ডাঃ মোঃহাবিবুর রহমান ঢাকা	তানভির ট্রাভেলস ও ফ্লাইহোমস ট্রাভেলস	প্রতিশ্রুত সেবাপ্রদান না করা	অভিযোগটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তি
০৯।	বোরহানউদ্দিন সামিম ২৩-০৩-২০১৪	এস বি টেল এন্টারপ্রাইজ লিঃ	প্রতিশ্রুতি অনুসারে ‘সিম্ফনী’ ট্যাব মেরামত না করা	প্রতিশ্রুতি অনুসারে ‘সিম্ফনী’ ট্যাব মেরামত করে দেয় এবং আপোষ নিষ্পত্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।	নিষ্পত্তি
১০।	জিয়াউল মাহমুদ শাওন ২৭-৩-২০১৪	গ্রামীণ ফোন	প্রতিশ্রুত সেবাপ্রদান না করা	অভিযোগটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তি
১১।	আরশাদুল মোমিন ০৮-০৪-২০১৪	বাংলালিংক	বিজয় মাসে প্রদত্ত অফার প্রদান না করা	অভিযোগটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তি
১২।	বোরহানউদ্দিন সামিম ২৩-০৩-২০১৪	এস বি টেল এন্টারপ্রাইজ লিঃ	প্রতিশ্রুতি অনুসারে ‘সিম্ফনী’ ট্যাব মেরামত না করা	অভিযোগটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তি
১৩।	মোঃ আহরার হোসেন ১৭-০৬-২০১৪	কাবাব জোন	পচা খাবার প্রদান করায় শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষতি	অভিযোগকারীকে প্রামানিক আরও কিছু কাগজপত্র প্রদানের জন্য বারবার অনুরোধ করে চিঠি দেয়া হয় কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করেননি বিধায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হয়।	নিষ্পত্তি
১৪।	সোহান কাওসার ২১-০৫-২০১৪	বাটা স্যু কোঃ	পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য আদায়	আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তি
১৫।	আফতাব মাহমুদ চৌধূরী ০১-০৬-২০১৪	‘স্বপ্ন’ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	ক্রয়কৃত পণ্যের অধিকমূল্য আদায় এবং যথাযথ সেবা প্রদান না করে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা	যথাযথ সেবাপ্রদান করে ও আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তি

ক্রমিক নং	অভিযোগকারী ও প্রাপ্তির তারিখ	অভিযুক্ত	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	নিষ্পত্তির অগ্রগতির বিবরণ	নিষ্পত্তি / প্রক্রিয়াধীন
১৬।	মোঃ মোবাশ্বের হোসেন ১৬-০৬-২০১৪	এ্যাপোলোইলে কট্রনিক্স	'ইয়ামডা' পোর্টেবল এয়ারকন্ডিশনার মেরামত না করা, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেবা প্রদান না করা।	অভিযুক্তকে ব্যাখ্যাপ্রদানের জন্য ২৩-০৬-২০১৪ তারিখে অনুরোধ করা হয়। অভিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে। তারা উল্লেখ করে যে সেবা সংক্রান্ত কোনগ্যারান্টি ছিলনা। এ ব্যাখ্যার উপর কোন বক্তব্য থাকলে তা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য ১৭-০৯-১৪ তারিখে অভিযোগকারীকে বলা হয়; এবং ১৫-১০-২০১৪ তারিখের মধ্যে কোন মন্তব্য না পাওয়া গেলে তা নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে গণ্য করা হবে মর্মে জানানো হয়। ১৫-১০-১৪ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীর কোন জবাব আসেনি। অভিযোগটি নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে বিবেচনা করা হলো।	নিষ্পত্তি
১৭।	ডাঃ কাজী আসিফ জামিল ০৭-০৭-২০১৪	মেগাবিল্ডার্স লিঃ	ডেভেলপার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর না করা	অভিযোগকারীর কাছ থেকে বারবার তথ্য চাওয়া হলেও তথ্য দেয়নি	নথিভুক্ত
১৮।	রানা মাসুদ ২২-০৭-২০১৪	রবি	বিজ্ঞাপনে প্রতারণা।	অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়কে বারবার নোটিশ করার পরও কোন সাড়া না পাওয়ায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করা হলো	নথিভুক্ত

ঞ. কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এর 'এফিলিয়েট মেম্বার'/সরকার সমর্থক সদস্য এর পদ গ্রহণঃ

পরিষদের ১২তম সভায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এর গভর্নমেন্ট সাপোর্টার মেম্বার হওয়ার বিষয়টি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ

(১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এর গভর্নমেন্ট সাপোর্টার মেম্বার হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে ২৭ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখ পত্র দেওয়া হয়।

(২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতেও নীতিগত অনুমোদন পাওয়া যায়।

(৩) পরবর্তীতে কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এর সদস্য ফরম পূরণ এবং ফি প্রদানপূর্বক উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের অনুমোদন প্রদানের জন্য ৫ মে ২০১৫ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২১(৩) এ এক বছরের স্বীয় কার্যাবলী সম্পর্কে অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা পরিষদের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ৬ষ্ঠ সভায় পরিষদ কর্তৃক অর্থ বছরভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদনুযায়ী অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

ক. প্রশাসনিক কার্যাবলী

অধিদপ্তরের জনবলঃ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন অতিরিক্ত সচিব মহাপরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। অধিদপ্তরে পরিচালক হিসাবে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ১ জন উপ-সচিব, উপ পরিচালক হিসাবে ২ জন উপ সচিব ও ৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। এ ছাড়া ২ জন উপ-সচিব সংযুক্তিতে অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন। প্রধান কার্যালয়ে ৫ জন গাড়ি চালক এবং ২৯ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে উপ সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার ৭ জন উপ পরিচালক এবং ৬০ টি জেলা কার্যালয়ে ৩৯ জন সহকারী পরিচালক কর্মরত আছেন (২১টি জেলা কার্যালয়ে অতিরিক্ত দায়িত্বসহ)।

কার্যালয় স্থাপনঃ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে প্রধান কার্যালয়সহ ৭ (সাত)টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪(চৌষট্টি)টি জেলা কার্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, ৭(সাত)টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৬০ (ষাট)টি জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

অধিদপ্তরের যানবাহন:

অনুমোদিত টিওএন্ডই-তে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১ (এক)টি কার, ২ (দুই)টি জিপ, ২ (দুই)টি মাইক্রোবাস ও ১ (এক)টি মোটর সাইকেল রয়েছে। এছাড়া ৭ (সাত)টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৭ (সাত)টি পিকআপ ভ্যান ও ৬৪ (চৌষট্টি)টি জেলা কার্যালয়ের জন্য মোট ৬৪ (চৌষট্টি)টি মোটর সাইকেল রয়েছে। ইতোমধ্যে ১ (এক)টি কার, ২ (দুই)টি মাইক্রোবাস, ২ (দুই)টি জীপ, ১ (এক)টি পিকআপ ভ্যান এবং ৩১ (একত্রিশ)টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ থেকে জংশেন (মডেল নং- ZS125-68) ব্রান্ডের ২১ (একুশ)টি মোটরসাইকেল প্রতিটি ১,৩১,৫০০/- (এক লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা করে মোট ২৭,৬১,৫০০/- (সাতাশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশত) টাকায় ক্রয় করা হয়েছে।

খ. আর্থিক কার্যাবলী

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৫০৬.২৭ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত ২৪৩.৭২৯ লক্ষ টাকা যথানিয়মে সমর্পণ করা হয়। ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	খাত	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সমর্পণ (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১.	অফিসারদের বেতন-ভাতা	১২৫.০০	৯৬.২৫	২৮.৭৫
২.	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৩৪.৪০	-	৩৪.৪০
৩.	ভাতাদি	১৩৯.১৩	৮৭.৮৯৭৫	৫১.২৩২৫
৪.	সরবরাহ ও সেবা	৩২৯.৯০	২৪১.৬৪১	৮৮.২৫৯
৫.	মেরামত ও সংরক্ষণ	১৩.০০	৮.০১১৪	৪.৯৮৮৬
৬.	সম্পদ সংগ্রহ	১০৮.৫৭	৭২.৪৭১	৩৬.০৯৯
	মোটঃ	৭৫০.০০	৫০৬.২৭০৯	২৪৩.৭২৯১

উপসংহারঃ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়। ৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে পরিষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২-৬-২০১৫ তারিখে পরিষদ দ্বিতীয়বার পুর্নগঠিত হয়। এ সময়ে মোট ১২টি সভা হয়েছে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন বিধিমালা, নিয়োগ বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ২৩২টি পদ (মহাপরিচালক বাদে) অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে এবং অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৬২৬ টি পদ (মহাপরিচালক বাদে) অস্থায়ীভাবে সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। মহাপরিচালকের পদটি আইন দ্বারা স্থায়ীভাবে সৃজিত। অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের বাজার পরিদর্শনমূলক অভিযান পরিচালনার জন্য মহাপরিচালকের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বছরব্যাপী বাজার তদারকি পরিচালনাসহ রমজানমাসে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ও ভেজাল প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে বিভাগ, জেলা ও গুরত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকায় বাজার মনিটরিং এবং প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। অধিদপ্তর পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক যথাযথভাবে পালন করেছে।

পরিষদের কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদনে পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ আন্তরিকভাবে সহযোগীতা করেছেন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। প্রস্তাবিত সংশোধিত টিওএন্ডই মোতাবেক ৬২৬টি পদ সৃজিত হলে অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরোও সম্প্রসারিত ও গতিশীল হবে এবং ভোক্তার সচেতনতা আরোও বৃদ্ধিভাবে বলে পরিষদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

মহাপরিচালক
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

মহাপরিচালক
বিএসটিআই
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/~~অতিরিক্ত সচিব~~ (অঅধি)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা)
কৃষি মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (খাদ্য)
খাদ্য বিভাগ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশা/অপা)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

যুগ্ম-সচিব/~~অতিরিক্ত সচিব (লেঃ ডাঃ ১)~~
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

চেয়ারম্যান
জাতীয় মহিলা সংস্থা
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

এডিশনাল আইজি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ
বাংলাদেশ পুলিশ
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

~~সভাপতি~~
এফবিসিসিআই
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
ক্যাব
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
জাতীয় প্রেস ক্লাব
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

মহাপরিচালক
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ
(সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল)
সিইও এন্ড এডিটর ইন চীফ
একুশে টেলিভিশন
(সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(শেখ কবির হোসেন)
ব্যবসায়ী ও বীমা ব্যক্তিত্ব
কবিকো লিঃ
(সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(ডঃ হাসান মনসুর)
নির্বাহী পরিচালক
পলিসি রিসার্স ইনস্টিটিউট
(সরকার কর্তৃক মনোনীত বাজার অর্থনীতিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(মোঃ আতিকুল ইসলাম)
সভাপতি
বিজিএমইএ
(সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যবসায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(ব্যারিস্টার নীহাদ কবির)
সাবেক সহ সভাপতি
এমসিসিআই
(সরকার কর্তৃক মনোনীত শিল্পে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(আবদুল মালেক মিয়া)
সাবেক চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ
(সরকার কর্তৃক মনোনীত জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

(ড. ইয়াসমিন আরা লেখা)
প্রভিসি, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়
(সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ
(সরকার কর্তৃক মনোনীত শ্রমিক প্রতিনিধি)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষক লীগ
(সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষক প্রতিনিধি)
ও সদস্য, এনসিআরপিসি

মহাপরিচালক
জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
ও সচিব, এনসিআরপিসি

(তোফায়েল আহমেদ, এমপি)
মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ